দৈনিক বাংলা

তারিখ ১৩।৮।৮৮
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

055

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৯৫ : ১৩ই আগস্ট, ১৯৮৮

শিক্ষার অভিন্ন নিয়ন্ত্রণ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাসহ মোট ছটি শিক্ষা বোর্ড দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষায় একই জাতীয়মান অনুসৃত হয় কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন আছে। সাম্প্রতিক একটি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে তদন্তের দাবী উঠেছে দুটি বোর্ডে। কৃতী মেধাবী তরুণের সাফল্যকে প্রশ্নের বিষয় করে একটি সম্ভাবনাময় জীবনের উপর কালোছায়া বিস্তারের আমরা পক্ষপাতি নই। তবু প্রশ্ন যদি একবার ওঠার অবকাশ পায় তার নিরসনও বাঞ্ছনীয়।

প্রতিবছর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বোর্ডের পাশের হার এবং উত্তীর্ণদের শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে গুঞ্জন শোনা যায়। বক্তব্য একটাই জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষার ফলাফলে বিসদৃশ বৈষম্য সম্ভব হয় কি করে। এছাড়া বোর্ডগুলোতে কিছু কারচুপি ঘটে, জাল মার্কশিট আর সার্টিফিকেটের সংঘবদ্ধ কেন্দ্র আছে, আছে নকলের সুবিধার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র। এসব অভিযোগ গা সওয়া সত্যে পরিণতি পেয়েছে। এর জন্যে রয়েছে আলাদা আলাদা বোর্ড পরিকল্পনার বিভিন্ন ধরনের জটিলতা। কর্মচারীদের নিয়োগ, স্থানীয় প্রাধান্যজাত প্রশাসনিক দুর্বলতা, অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার অনিয়ম। সব মিলে বোর্ডগুলো পঙ্গুত্বের দিকে দ্রুত ধাবমান বলে অভিযোগ তাই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে।

এই নতুন ভাবনার কিছু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের একটি সুপারিশে। যাতে ছটি শিক্ষা বোর্ডকে অভিন্ন প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় বিরাজমান বোর্ডগুলো বিলুপ্তির প্রয়োজন করবে না। বর্তমান বোর্ডগুলো জাতীয় কাউন্সিলের শাখা হিসেবে কাজ করবে এবং প্রয়োজন বোধে আরো কিছু শাখা গঠনও করা যাবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে অভিন্ন আইন ও নীতিমালার আওতায় মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে মাত্র। পাঠসূচী ও প্রশ্নপত্র অভিন্ন হওয়ার ফলে পরীক্ষার জাতীয় মান প্রতিষ্ঠা পাবে। নিয়োগ-বদলীর শৃঙ্খলা অবাঞ্ছিত কায়েমী স্বার্থের মূলোৎপাটন ঘটাবে।

বস্তুত বিরাজমান বিশৃংখলা আর অভিযোগমালা বোর্ডগুলোর পরিচালনা নিয়ে যেসব জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়ে চলেছে তার বহুলাংশের নিরসনই সম্ভব প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে। একই দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মানগত বৈষম্য থাকা কোনো কাজের কথা হতে পারে না। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অনিয়ম আর বিশৃংখলার অভিযোগ ওঠার অবকাশ থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের তাবৎ ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন তাই অনস্বীকার্য।